দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 FEB 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

৬১

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বাংলাদেশের কোন জাতীয় শিক্ষানীতি নেই

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ছিফাতুল্লাহ

যুগ যুগ ধরে সমাজে এ কথাটি বহুল প্রচারিত হয়ে আসছে যে, 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। একটি জাতির উন্নতি ও মর্যাদা শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। সভ্যতা, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- কোন ক্ষেত্রেই শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ছাড়া কোন জাতিই মর্যাদা ও সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। যে কোন জাতি, সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর সুনাম, প্রভাব ও মর্যাদা শিক্ষা সম্প্রসারণের উপরই নির্ভর করে। জাতির যুবসমাজকে অবক্ষয় ও পতন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও স্বেচ্ছাচারিতা- সকল প্রকারের পতনমুখী তৎপরতা থেকে একমাত্র সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আদর্শভিত্তিক শিক্ষানীতিই রক্ষা করতে পারে।

১১ কোটি জনঅধ্যুষিত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ মুসলমান। ইসলাম শিক্ষাকে নারী ও পুরুষ সকলের জন্য ফরয ঘোষণা করেছে। হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ-প্রদত্ত জ্ঞান ও শিক্ষার কারণেই জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় ফিরিস্তাদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মহানবী (সাঃ) বদরের যুদ্ধে অভাবগ্রস্ত বন্দীদের জন্য অন্ততঃ ১০ জন মুসলমানকে শিক্ষিত করার শর্তকে মুক্তিপণ হিসেবে নির্ধারিত করেছিলেন।

হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, একটি মুহূর্ত জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত থাকা হাজার বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। অপর হাদীসে বলা হয়েছে- "জ্ঞান সাধকের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও উত্তম"। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র ইসলাম ছাড়া কোন ধর্ম বা মতাদর্শ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও জ্ঞান সাধনার উপর এতো অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেনি। কিন্তু ভাবলে লজ্জায় ও অপমানে মাথা হেঁট হয়ে আসে যে, মুসলিম জনঅধ্যুষিত বিকাশশীল দেশসমূহে শিক্ষিতের হার সর্বনিম্নে।

বর্তমান বিশ্বের জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ও সদস্য নয় এমন ধরনের রাষ্ট্রের সর্বমোট সংখ্যা হচ্ছে ২২৬টি। তন্মধ্যে ১২৭টি এমন দেশ রয়েছে যে সকল দেশের শিক্ষিতের হার প্রায় ১০০ ভাগ। ৮০টি দেশ এমন রয়েছে যে দেশের শিক্ষিতের হার শতকরা পঞ্চাশের উর্ধ্বে। মাত্র ১৯টি দেশ এমন রয়েছে যার শিক্ষিতের হার শতকরা ৩০ ভাগেরও কম। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশ সে দেশের অন্তর্ভুক্ত।

বহু শিক্ষা কমিশন, সাক্ষরতা অভিযান, গণশিক্ষা অভিযান পরিচালনা সত্ত্বেও শতকরা ৩০-এর কম শিক্ষিতের হারের ১৯টি দেশের মধ্যে অন্যতম দেশ। সত্যি বলতে, শিক্ষিতের কম পরিসংখ্যানভিত্তিক দেশগুলোর মধ্যে আমাদের প্রিয় জন্মভূমিকে চ্যাম্পিয়ন বললে অত্যুক্তি হবে না। পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, আমাদের চেয়ে প্রাকৃতিক সম্পদ, জনশক্তি, সুযোগ-সুবিধা কম থাকা সত্ত্বেও কঠিন সমস্যা ও দারিদ্র্যের দুর্নামে প্রসিদ্ধি থাকা সত্ত্বেও গত মহাযুদ্ধের পর ইংরেজের শাসনের লৌহশিকল হতে মুক্তিলাভের পর সে সকল দেশে শিক্ষিতের হার বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, সন্ত্রাস ও সংঘাত শ্রীলংকার নিত্যসঙ্গী থাকা সত্ত্বেও দরিদ্র দেশ শ্রীলংকায় বর্তমান শিক্ষিতের হর শতকরা ৮৬ ভাগ।

নিম্নে আমি বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কতিপয় দেশের শিক্ষিতের হার তুলে ধরছি :

দেশের নাম	শিক্ষিতের হার (শতকরা)
১। জাপান	১০০
২। অস্ট্রিয়া	১০০
৩। চেকোশ্লোভাকিয়া	১০০
৪। নিউজিল্যান্ড	১০০
৫। ইংল্যান্ড	১০০
৬। জার্মানী	১০০
৭। চিলি	৯৪.৪
৮। গ্রীস	৯৩.৮
৯। ইটালী	৯৭
১০। মাল্টা	৯৬
১১। আর্জেন্টিনা	৯৪
১২। হংকং	৮৮
১৩। ইন্দোনেশিয়া	৮৮
১৪। মালদ্বীপ	৮১
১৫। পেরাগুয়ে	৮৫
১৬। সোমালিয়া	৫৪.৮
১৭। ওমানিয়া	৯৫
১৮। সংযুক্ত আরব আমিরাত	৭৩
১৯। মায়নামার (বার্মা)	৭৮.৫
২০। তুরস্ক	৬৫
২১। মেক্সিকো	৯০
২২। ভারত	৪০
২৩। পাকিস্তান	২৬
২৪। শ্রীলংকা	৮৬.৯
২৫। নেপাল	২০.৭
২৬। বাংলাদেশ	৩৩.১

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখযোগ্য যে, শতকরা ৩৩.১ হারের মধ্যে শতকরা ২৬ ভাগ এমন, যারা অন্ততঃ বাংলা ভাষা লিখতে ও পড়তে পারেন। বাকী শতকরা ৭.৩ ভাগ এমন শিক্ষিত, যারা কোন প্রকারে নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করতে পারেন। ইংরেজ শাসনের অবসানে পাকিস্তানী আমলে পুনরায় ১৯৭১-এর পর স্বাধীনতা-উত্তরকালে বহু ঢাকঢোল পিটানো, বহু কমিশন ১৯৭৫ পূর্বকালীন সরকার, ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত নির্বাচিত সরকার, ১৯৮২-এর ২৪ আগষ্ট থেকে ১৯৯১-এর নভেম্বর পর্যন্ত শক্তিশালী বাহু ও প্রবল বিক্রমের দাবীদার স্বৈরাচারী সরকার, ১৯৯২-এর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান, উৎপাদনের রাজনীতি, গণমুখী রাজনীতির দাবীদার, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তন সাধন করে জওয়াবদিহিমূলক মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত নারী নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি, গণশিক্ষা প্রবর্তন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রনয়ণ করে জাতীয় জীবনে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধিকরণ, অশিক্ষা দূরীকরণের ক্ষেত্রে কতটুকু সাফল্য অর্জন করেছে আজ আমাদেরকে তা খতিয়ে দেখতে হবে। শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের এই দৈন্যদশা ও ব্যর্থতার কারণ কী তা আমাদেরকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে। আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও সেশন জটের জট অবশ্যই আমাদেরকে খুলতে হবে। আমরা এত উদ্যোগ ও আস্ফালন সত্ত্বেও কোন কারণে আমাদের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হচ্ছে না? কেন আমাদের কিশোর ও তরুণ প্রাথমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? কেন আমরা শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি ও শিক্ষা সম্প্রসারণে সকল প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও পরিকল্পনা ভেস্তে যাচ্ছে, এর কারণ কী? এর প্রতিকার কীভাবে করা যায় তা আমাদের সরকার প্রশাসন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, এদেশের কল্যাণকামী বুদ্ধিজীবীদেরকে ভেবে দেখতে হবে এবং প্রতিকারের বাস্তব উপায় আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে।

কেন আমরা শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের গগনবিদারী চিৎকার দেওয়া সত্ত্বেও যে তিমিরে ছিলাম সে তিমিরেই রয়ে গেলাম? ১৯৪৭ সালের যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছি টেলিভিশনে পর্দার সমাপ্ত লগ্নে একজন খেলোয়াড় যেমনি নীরব নিস্তব্ধ হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে, আমরা তেমনি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তারও কারণ আজ সন্ধান করতে হবে।

আমাদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার জন্য আমরা সবাই বিলাপ করি, চিৎকার করি কুম্ভিরাশ্রু বিসর্জন করি, কিন্তু শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা সম্প্রসারণ ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত কারণ কী? কোথায় আমাদের গলদ তা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় প্রশাসন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরে তেমন কোন মাথাব্যথা আছে বলে আমরা অনুভব করছি না।

আমাদের জাতীয় পরিসংখ্যানকে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ১৯৫১ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ৩০ বছরকালে আমাদের ৫ বছরের উর্ধ্ববয়স্কদের মধ্যে নিরক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৯০ ভাগ। শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আমাদের শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক গলদ রয়েছে।

শিক্ষানীতির গলদ

১। আমাদের শিক্ষানীতির প্রথম গলদ হচ্ছে আমরা আমাদের পরিকল্পনায় শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করিনি। আমরা দৌড়াচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের দৌড়ের কোন লক্ষ্যস্থল নেই। যার ফলে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীন দৌড়ে আমরা অনেকটা হৃদরোগীর মতো হাঁপাচ্ছি। আর লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নিস্ফল প্রচেষ্টায় কালক্ষেপণ করছি।

চলবে